কিতাবুল ফিতান : ১

কিতাবুল ফিতান

(শেষ খণ্ড)

সংকলক

ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ رحمه الله

(ইমাম বুখারি رحمه الله-র শিক্ষক)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মুফতি মাহ্দী খান

দাওরায়ে হাদিস, ইসলামি আইন ও ফিকহ্,
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তাহকিক

শাইখ আহমাদ রিফআত

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

ইফতা, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

আমাক নিয়ে অবশিষ্ট কথা.. ৬২
ইস্কান্দারিয়া, মিশরের অধঃপতন ও মিশরের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে.... ৬৬
দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারে মানুষের নিকট যে খবর এসেছে ৭৬
দাজ্জাল বের হওয়ার আগের নিদর্শন ৮৫
দাজ্জাল যেখান থেকে বের হবে ৯৯
দাজ্জালের আবির্ভাব ও তার আকৃতি এবং দাজ্জালের ফাসাদ বিপর্যয় ১০৪
দাজ্জালের আবির্ভাব ও তার আকৃতি এবং দাজ্জালের হাতে
যেসব ফাসাদ সংঘটিত হবে.. ১৩৬
দাজ্জালের স্থায়ীত্বকাল.. ১৪০
দাজ্জাল থেকে প্রতিরক্ষা.. ১৪৮
দাজ্জাল থেকে পরিত্রাণের ঘাঁটি... ১৫৫
ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ১৮১
ভুমিধ্বস, ভুমিকম্প এবং আকৃতি বিকৃতি ২১৮
এমন আগুন—যা শামের মানুষকে একত্রিত করবে............................ ২৪৪
কিয়ামতের নিদর্শন ২৫৯
পশ্চিমে সূর্যোদয়ের পরবর্তিতে কিয়ামতের আলামত........................... ২৬৫
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ২৯০
দাব্বাতুল আরদের আগমন.. ২৯৭
হাবশিদের আগমন ৩১১
তুর্কি জাতি ৩২১
বছর, মাস, যুগ থেকে ফিতনার সময় সম্পর্কে ৩৩৬

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: تَغْزُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ثَلاثَ غَزَوَاتٍ، فَأَمَّا غَزْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَلْقَوْنَ بَلاءً وَشِدَّةً، وَالْغَزْوَةُ الثَّانِيَةُ يَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ صُلْحٌ، حَتَّى يَبْتَنِيَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ الْمَسَاجِدَ، وَيَغْزُونَ مَعَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا، وَالْغَزْوَةُ الثَّالِثَةُ يَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَتَكُونُ عَلَى ثَلاثِ أَثْلاثٍ، يُخَرَّبُ ثُلُثُهَا، وَيُحْرَقُ ثُلُثُهَا، وَيَقْسِمُونَ الثُّلُثَ الْبَاقِي كَيْلا.

[১৩২৬] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, তোমরা কুস্তনতুনিয়া এলাকায় তিন ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হতে দেখবে। এক প্রকারের যুদ্ধ হচ্ছে—যার মধ্যে তোমরা বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয় যুদ্ধ—তোমাদের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তি হবে। একপর্যায়ে মুসলমানরা সেখানে মসজিদ স্থাপন করবে এবং কুস্তনতুনিয়ার পিছনে থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, এরপর তারা সেদিকে ফিরে যেতে থাকবে। তৃতীয় যুদ্ধ হচ্ছে—যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাকবিরের মাধ্যমে বিজয়ী করবেন। যেটা মোট তিনবার হবে। এক তৃতীয়াংশ বিরাণ হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ ডুবে মারা যাবে। বাকি এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ধরনের ধাতব্য বস্তু বণ্টন করবে।[১]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ وَيُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَال: الإِسْكَنْدَرِيَّةُ وَمَلاحِمُ الأَعْمَاقِ عَلَى يَدَيْ طَبَارِسَ بْنِ أسطينان بْنِ الأَخْرَمِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ بْنِ هِرَقْلَ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَّهَ، بِرُومِيَةَ.

[১৩২৭] আবু কাবিল ও ইয়াসির ইবনু আমর রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তারা বলেন, ইস্কান্দারিয়া এবং আমাকের যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিস ইবনু আসতিনান ইবনু আখরাম ইবনু কুস্তানতিন ইবনু হিরাকলের হাতে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, নিঃসন্দেহে সে লোক হবে রোমবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ وَرِشْدِينُ، جميعا عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ حَيْوِيلِ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ

---

[১] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।
[২] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

الأَنْدَلُسِ يَأْتُونَ فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّ طُولَ سُفُنِهِمْ فِي الْبَحْرِ خَمْسُونَ مِيلا، وَعَرْضُهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ مِيلا، حَتَّى يَنْزِلُوا فِي الأَعْمَاقِ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

[১৩২৮] হাওয়িল ইবনু শারাহিল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আন্দালুসবাসী সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসবে। সমুদ্রে তাদের জাহাজের দৈর্ঘ থাকবে পঞ্চাশ মাইল এবং প্রস্থ থাকবে তেরো মাইল। একপর্যায়ে তারা আমাক নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। বর্ণনাকারী ইবনু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সেটা জলে-স্থলে উভয় স্থানে হবে।[৩]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَجُلا، مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَنْدَلُسِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْعُرْفِ، يَجْمَعُ مِنْ قَبَائِلِ الشِّرْكِ جَمْعًا عَظِيمًا يَعْرِفُ مَنْ بِالأَنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِمْ، فَيَهْرُبُ مَنْ بِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَسِيرُ أَهْلُ الْقُوَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي السُّفُنِ إِلَى طَنْجَةَ، وَيَبْقَى ضُعَفَاؤُهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ سُفُنٌ يُجِيزُونَ فِيهَا، قَالَ: فَيَبْعَثُ اللَّهُ لَهُمْ وَعْلا، فَيُيَسِّرُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي الْبَحْرِ طَرِيقًا فَيُجِيزُونَهُ، فَيَفْطَنُ لَهُ النَّاسُ فَيَتَّبِعُونَ الْوَعِلَ، وَيُجِيزُونَ عَلَى أَثَرِهِ، ثُمَّ يَعُودُ الْبَحْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَيُجِيزُ الْعَدُوُّ فِي الْمَرَاكِبِ فِي طَلَبِهِمْ، فَإِذَا عَلِمَ بِهِمْ أَهْلُ إِفْرِيقِيَّةَ خَرَجُوا، وَمَنْ كَانَ بِالأَنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَقْدَمُوا مِصْرَ، وَيَتْبَعُهُمُ الْعَدُوُّ حَتَّى يَنْزِلُوا مَا بَيْنَ مَرْيُوطَ إِلَى الأَهْرَامِ، مَسِيرَةَ خَمْسَةِ أَبْرُدٍ، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَنْصُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهْزِمُونَهُمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ إِلَى لُوبِيَةَ مَسِيرَةَ عَشْرِ لَيَالٍ قَتْلا، فَيَنْقِلُ أَهْلُ مِصْرَ أَمْتِعَتَهُمْ بِعَجَلِهِمْ وَأَدَاتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، فَيَهْرُبُ ذُو الْعُرْفِ وَمَعَهُ كِتَابٌ كُتِبَ لَهُ، أَلا يَنْظُرُ فِيهِ حَتَّى يَقْدَمَ مِصْرَ، فَيَنْظُرُ فِيهِ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ فَيَجِدُ فِيهِ ذِكْرَ الإِسْلامِ، وَيُؤْمَرُ بِالدُّخُولِ فِيهِ، فَيَسْأَلُ الأَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ أَجَابَهُ إِلَى الإِسْلامِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَيُسْلِمُ

[৩] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

وَيَصِيرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الثَّانِي أَقْبَلَ مِنَ الْحَبَشَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ إِسِيسُ أَوْ أُسَيْسٌ، وَقَدْ جَمَعَ جَمْعًا عَظِيمًا، فَيَهْرُبُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ مِنْ أُسْوَانَ حَتَّى لا يَبْقَى بِهَا وَلا فِيمَا دُونَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا قَدَمَ الْفُسْطَاطَ، وَتَسِيرُ الْحَبَشَةُ حَتَّى يَنْزِلُوا مَنْفَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِرَايَاتِهِمْ فَيَنْصُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ، فَيُبَاعُ الأَسْوَدُ يَوْمَئِذٍ بِعَبَاءَةٍ.

[১৩২৯] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আন্দালুসে মুসলমানদের দুশমনদের একজন লোক থাকবে, যাকে যুল-উরফ বলা হবে। মুশরিক গোত্রের লোকজন ব্যাপকভাবে জমায়েত হবে। আন্দালুসের মুসলমানদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ থাকবে যে, মুসলমানদের তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি নেই। যার কারণে অনেক মুসলমান পলায়ন করবে, ফলে শক্তিশালী মুসলমানগণ জাহাজের মাধ্যমে তানজাহ[৪] নামক এলাকার দিকে চলে যেতে থাকবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলরাই একমাত্র থাকবে, তাদের জামাআতের মাঝে যাদের কোনো জাহাজ থাকবে না তারা সে এলাকা অতিক্রম করে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য বন্যপ্রাণী প্রেরণ করবেন, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের মধ্যে তাদের জন্য একটা সহজ পথ বের করে দিবেন, যার মাধ্যমে তারা সমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে, যা লোকজন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তারা বন্য প্রাণীর অনুসরণ করবে এবং তার অনুসরণ করে চলতে থাকবে, অতঃপর সমুদ্রের মাধ্যমে তারা আবারো ফিরে আসবে এবং দুশমন তাদেরকে বাহনের উপর সওয়ার হয়ে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকবে। এ কথা আফ্রিকাবাসী জানার পর তারা বের হয়ে আসবে এবং তাদের সঙ্গে আন্দালুসের মুসলমানগণও বের হয়ে আসবে। একপর্যায়ে তারা মিশরে পৌঁছে যাবে এবং দুশমনরা তাদের পিছু নিবে। যার কারণে তারা আহরাম থেকে পাঁচ মাইলের দূরত্বে থাকা মারবুত নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। তারা সেখানে অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পতাকা হাতে একদল লোক এগিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন, এতে কাফেররা মারাত্মকভাবে পরাজিত হবে। মুসলমানগণ ওবিয়্যাহ এলাকা পর্যন্ত প্রায় দশ মাইল এলাকা বিস্তৃত অবধি তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করবে। মিশরবাসীরা দীর্ঘ সাত বৎসর পর্যন্ত তাদের সরঞ্জাম ও রসদপত্র বহন করতে থাকবে। একপর্যায়ে যুল-উরফ নামক লোকটি পলায়ন করবে। তার সঙ্গে একটি

[৪] উত্তর পশ্চিম মরোক্কোর একটি উপকূলীয় নগরী। ইংরেজি নাম Tangier–সম্পাদক।

লিপিবদ্ধ চিঠি থাকবে, যা না দেখেই সে মিশরে ফিরে আসবে। তখন চিঠিটা খুলে দেখবে, তবে তখন সে হবে একজন পরাজিত শাসক। তখন উল্লিখিত চিঠিতে ইসলাম ধর্মের আলোচনা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখতে পাবে। এ কথা লিখিত পাওয়ার পর সে মুসলমানদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে, সঙ্গে সঙ্গে যারা তার আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের জন্যও নিরাপত্তা চাইবে। ফলে সে ইসলাম কবুল করতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর পরের বৎসর হাব্‌শা এলাকা থেকে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যাকে বলা হবে ইসইয়াস, কিংবা উসাইস। সে বিশাল একদল সৈন্যের সমাগম করবে। যা অবলোকন করতঃ মুসলমানগণ আসওয়ান[৫] এলাকা থেকে পলায়ন করে চলে যাবে। যার কারণে সেখানে এবং তার আশেপাশে কোনো মুসলমানকে পাওয়া যাবে না। তারা ফুসতাতে চলে যাবে। হাবশার অধিবাসীরাও সে অঞ্চল ছেড়ে মান্‌ফ[৬] নগরীতে গিয়ে পৌঁছবে। কিছুদিন পর মুসলমানগণ সুসংগঠিত হয়ে পতাকা সহকারে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। ফলে তাদের সঙ্গে কঠিন এক যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা জয়লাভ করবে। সেদিন একেকজন হাবশিকে একটি জামার বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।[৭]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَابْنُ وَهْبٍ ورشدين، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُنْبِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: لَيَلْحَقَنَّ مِنَ الْعَرَبِ بِالرُّومِ قَبَائِلُ بِأَسْرِهَا، قُلْتُ: وَمَا أَسْرُهَا؟ قَالَ: بِرُعَاتِهَا وَكِلَابِهَا. فَقَالَ لَهُ سُلَيْمُ بْنُ عُمَيْرٍ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَامَ مُغْضَبًا فَقَالَ: قَدْ شَاءَ اللهُ وَكَتَبَهُ.

[১৩৩০] আবু মুহাম্মাদ আল-জিন্নি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছেন, আরব মুসলমানদের বিশাল একদল পুরোপুরিভাবে রোম বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। আমি পুরোপুরিভাবে কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের দানা-পানি, জায়গা-জমিন সবকিছুসহ। তার কথা শুনে সুলাইম ইবনু উমাইর রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! ইনশাআল্লাহ, একথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি

---

[৫] দক্ষিণ মিসরের একটি শহর।-সম্পাদক

[৬] এটি মিসরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মেম্ফিস শহর।-সম্পাদক

[৭] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু’জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

ثَمَانِمِائَةِ أَلْفِ سَفِينَةٍ، فَيُقَاتِلُونَكُمْ عَلَى هَذِهِ الرَّمْلَةِ، ثُمَّ يَهْزِمُهُمُ اللَّهُ، فَتَأْخُذُونَ سُفُنَهُمْ فَتَرْكَبُوا بِهَا إِلَى رُومِيَّةَ، فَإِذَا أَتَيْتُمُوهَا كَبَّرْتُمْ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، وَيَرْتَجُّ الْحِصْنُ مِنْ تَكْبِيرِكُمْ فَيَنْهَارَ فِي الثَّالِثَةِ قَدْرُ مِيلٍ، فَيَدْخُلُونَهَا، فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَمَامَةً تَغْشَاهُمْ، فَلا تُنَهْنِهُكُمْ حَتَّى تَدْخُلُوهَا، فَلا تَنْجَلِي تِلْكَ الْغَبَرَةُ حَتَّى تَكُونُوا عَلَى فُرُشِهِمْ.

[১৩৩৬] বকর ইবনু সাওয়াদা রাহিমাহুল্লাহ হিমইয়ারের জনৈক শাইখ থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, অতিসত্বর এই আফ্রিকী বালুময় ভূখণ্ডে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের দুশমনের যুদ্ধ হবে। সেদিন রোম বাহিনী আটশত জাহাজে করে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে এবং এ রামলা এলাকায় তোমাদের সঙ্গে তাদের তীব্র যুদ্ধ হবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরাজিত করবেন। অতঃপর তাদের জাহাজগুলো তোমরা নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নিবে এবং তার উপর আরোহনপূর্বক তোমরা রোমিয়ার দিকে যেতে থাকবে। সেখানে এসে তোমরা তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তোমাদের তাকবিরের আওয়াজে তাদের কেল্লা কেঁপে উঠবে। যার কারণে তৃতীয় তাকবিরে প্রায় একমাইল পরিমাণ ঝর্ণা প্রবাহিত হবে, যেটা দিয়ে তোমরা প্রবেশ করবে। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর একটি মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করবেন। যা দ্বারা তোমাদের আর কোনো কষ্ট-ক্লেশ থাকবে না। এ অবস্থা তোমরা তোমাদের বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত বাকি থাকবে।[১৪]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ <u>ابْنِ لَهِيعَةَ</u>، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: الْمَلاحِمُ خَمْسٌ، مَضَى مِنْهَا ثِنْتَانِ، وَبَقِيَ ثَلاثٌ، فَأَوَّلُهُنَّ مَلْحَمَةُ التُّرْكِ بِالْجَزِيرَةِ، ومَلْحَمَةُ الأَعْمَاقِ، ومَلْحَمَةُ الدَّجَّالِ، لَيْسَ بَعْدَهَا مَلْحَمَةٌ.

[১৩৩৭] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, সর্বমোট পাঁচটি মহাযুদ্ধ হবে। তার থেকে দুইটি অতিবাহিত হলেও তিনটি এখনো বাকি আছে। তার প্রথম হচ্ছে—জাজিরার মালিকানা নিয়ে তুর্কিদের

---

[১৪] মাকতু, যয়িফ। সনদে দুর্বল রাবি ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন।

থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ফিরে যাওয়া এক তৃতীয়াংশকে ধ্বংসে দিবেন। এহেন পরিস্থিতিতে রোমবাহিনীরা বলবে—তোমাদের প্রত্যেক অংশ এই এলাকা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে থাকবো। তাদের কথা শুনে অনারবের লোকজন বলতে থাকবে, আমরা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি কবুল করা থেকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখনই আল্লাহ তায়ালা খুবই রাগান্বীত হয়ে উঠবেন, কাফেরদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে এবং তীরের সাহায্যে মেরে ফেলা হবে। যার কারণে তাদের সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ জীবিত থাকবে না। এরপর মুসলমানগণ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। প্রত্যেক শহরকে তারা আল্লাহু আকবার তাকবির দ্বারা জয় করতে থাকবে। এভাবে বিজয়ী বেশে চলতে চলতে একসময় রোমীয়দের এলাকায় এসে দেখবে, তাদের গোটা শহরের জনমানবশুন্য। ফলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে সেটাও জয় করবে। সেদিন অসংখ্য কুমারী নারী ধর্ষিতা হবে এবং টেনে টেনে গণিমতের মাল বণ্টন করা হবে। তখনই তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে যে, মাসিহে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে সেদিকে দৌড় দিবে এবং বায়তুল ইলিয়া নামক স্থানে তারা দাজ্জালকে দেখতে পাবে। আর সেখানে আট হাজার নারী এবং বারো হাজার পুরুষ শহিদ হবে। তারা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম লোক। তারা হবেন অতিবাহিত হওয়া নেককার লোকদের ন্যায়। তারা এভাবে মেঘের ছায়াতলে অবস্থান করতে থাকবে, হঠাৎ সেই মেঘ সকালের দিকে কিছুটা ঘোমটা ছেড়ে বের হবে। তখন সকলে ঈসা আলাইহিস সালামকে তাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।[১৬]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمٍ أَوْ أَبَا تَمِيمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذَرٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ﵁، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ رَجُلٌ أَخْنَسُ بِمِصْرَ، يَلِي سُلْطَانًا، يُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ أَوْ يُنْتَزَعُ مِنْهُ، فَيَفِرُّ إِلَى الرُّومِ، فَيَأْتِي بِالرُّومِ إِلَى أَهْلِ الإِسْلامِ، فَذَلِكَ أَوَّلُ الْمَلاحِمِ.

[১৩৩৯] ইবনু আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বনু উমাইয়ার নিকৃষ্টতম এক লোক মিশরের শাসকের উপর জয়লাভ করতঃ মিশরের শাসন

[১৬] লাইস-এর রেওয়ায়েত মাওকুফ, সহিহ। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু লাহিয়াহ-এর সমপর্যায়ের।

নোট: এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, মুসলমানগণ প্রথম তুরস্ক জয় করবে, তারপর ইউরোপ জয় করবে। আমাদের মাঝে একটি প্রশ্ন হয়তো দেখা দেবে। তুরস্ক কেন জয় হবে? তা তো মুসলমানদের হাতে, তার আবার বিজয় কেন? তার উত্তরে বলা যেতে পারে, হয়তোবা কিছু সময়ের জন্য এই তুরস্ক কাফেরদের হাতে চলে যাবে। আবার এ কথাও আমাদের বুঝতে হবে, আজ যদিও আমরা তুরস্ককে মুসলিমদের অধিনে বলতে পারি, তবে ইসলাম যাকে মুসলিম বা ইসলামের দেশ বা দারুল ইসলাম বলে, তুরস্ক বর্তমানে সে দাবি পূরণ করে না। দারুল ইসলাম তো তাকেই বলা হবে—যে দেশ বা ভূখন্ড ইসলামের আইন অনুসারে চলে, যদিও সেখানে একজন মুসলমানও না থাকে। আর দারুল কুফর তো তাকে বলে—যা কুফরি আইন, মানবরচিত আইন অনুসারে চলে, যদিও তার সব অধিবাসী মুসলমান হয়। বর্তমান তুরস্ক তাই দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় পড়ে না।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قَبَاثِ بْنِ رَزِينٍ اللَّخْمِيِّ، أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِرَهُ، ثُمَّ قَالَ عَمْرٌو: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمْ لَأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَسْرَعُهُ إِفَاقَةً بَعْدَ هَزِيمَةٍ، وَخَيْرُهُ لَكَبِيرٍ وَضَعِيفٍ، وَأَمْنَعُهُ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ.

[১৩৪৩] কাবাস ইবনু রাযিন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একদা উলাই ইবনু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের সময় রোমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে। এ কথা শুনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধমক দিতে চাইলেন। এরপর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অত্যাচারী জাতি। তারা পরাজিত হবে, মারাত্মকভাবে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে। সেখানে কল্যাণজনক কাজ খুবই কম থাকবে। আর তার সবচেয়ে বড় বিরত থাকা ব্যক্তি হবে যে বাদশাহদের অত্যাচার থেকে বিরত।[২২]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، (...) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا فَارِسُ نَطْحَةٌ أَوْ نَطْحَتَانِ، ثُمَّ

---

[২২] মাওকুফ, সহিহ।

[১৩৪৮] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, হিরাকলের চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তানদের থেকে একজনের হাতে হবে মারাত্মক যুদ্ধ, যার নাম হবে তায়্যারাহ্। হাদিস বর্ণনাকারী কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যেদিন বনু হাশিমের একজন লোক আমিরের দায়িত্ব পালন করবেন। যেদিন ইয়ামানের দিক থেকে সত্তর হাজার জাহাজ বোঝাই করা যুদ্ধের রসদপত্র এসে পৌঁছবে। তাদের তলোয়ার হবে গাছের সঙ্গে লটকানো মাসাদ।[২৭]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَأْدُبَةَ، أَوْ مَائِدَةَ، رَجُلٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَأَظُنُّ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ: مَائِدَةَ.

[১৩৪৯] আবু সালাবা খুশানি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যখন তুমি শামদেশের বাসিন্দাকে অথবা আহলে বাইতের একজনকে খুব বেশি মেহমানদারী করতে দেখবে মূলতঃ তখনই কুস্তুনতুনিয়া জয় হবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَلْحَمَةَ فَسَمَّى الْمَلْحَمَةَ مِنْ عَدَدِ الْقَوْمِ، وَأَنَا أُفَسِّرُهَا لَكُمْ: إِنَّهُ يَحْضُرُهَا اثْنَا عَشَرَ مَلِكًا، مَلِكُ الرُّومِ أَصْغَرُهُمْ وَأَقَلُّهُمْ مَقَاتِلَةً، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الدُّعَاةُ، وَهُمْ دَعَوْا تِلْكَ الأُمَمَ وَاسْتَمَدُّوا بِهِمْ، وَحَرَامٌ عَلَى أَحَدٍ يَرَى عَلَيْهِ حَقًّا لِلإِسْلامِ أَنْ لا يَنْصُرَ الإِسْلامَ يَوْمَئِذٍ، وَلَيَبْلُغَنَّ مَدَدُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ صَنْعَاءَ الْجُنْدِ، وَحَرَامٌ عَلَى أَحَدٍ يَرَى عَلَيْهِ حَقًّا لِلنَّصْرَانِيَّةِ أَنْ لا يَنْصُرَهَا يَوْمَئِذٍ، وَلَتُمِدَّنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ الْجَزِيرَةُ بِثَلاثِينَ أَلْفَ نَصْرَانِيٍّ، فَيَتْرُكُ الرَّجُلُ فَدَّانَهُ يَقُولُ: أَذْهَبُ أَنْصُرُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَيُسَلَّطُ الْحَدِيدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، فَمَا يَضُرُّ رَجُلا يَوْمَئِذٍ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ لا يَجْدَعُ الأَنْفَ أَلا يَكُونَ مَكَانَهُ الصَّمْصَامَةُ، لا يَضَعُ سَيْفَهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِرْعٍ وَلا غَيْرِهِ إِلا قَطَعَهُ، وَحَرَامٌ عَلَى جَيْشٍ أَنْ يَتْرُكَ النَّصْرَ، وَيُلْقَى الصَّبْرُ عَلَى هَؤُلاءِ وَعَلَى هَؤُلاءِ، وَيُسَلَّطُ الْحَدِيدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ

[২৭] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

জবাবে তিনি বললেন, এটাও অবশ্যই শাদ্দাদ এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের বৎসরগুলোতে সাহায্য করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। ঐসময় হঠাৎ প্রকাশ পাবে তোমাদের শহরে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। একথা শুনে সকলে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখতে পাবে যে, সংবাদটি ডাহা মিথ্যা বলেছে। তবে এর জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না, বরং দ্রুত দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[২৮]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَمُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ، وَعِيَاضُ بْنُ عُقْبَةَ، وَذَكَرُوا فَتْحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَذَكَرُوا الْمَسْجِدَ الَّذِي يُبْنَى فِيهَا، فَقَالَ أَبُو فِرَاسٍ: إِنِّي لأَعْرِفُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُبْنَى فِيهِ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ: إِنِّي لأَعْرِفُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ عُقْبَةَ: يَضَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَدِيثَهُ فِي أُذُنِي، فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: أَصَبْتُمَا كِلاكُمَا، قَالَ أَبُو فِرَاسٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إِنَّكُمْ سَتَغْزُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ثَلاثَ غَزَوَاتٍ، فَأَمَّا أَوَّلُ غَزْوَةٍ فَتَكُونُ بَلاءً، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتَكُونُ صُلْحًا، حَتَّى يَبْنِي الْمُسْلِمُونَ فِيهَا مَسْجِدًا، وَيَغْزُونَ مِنْ وَرَاءِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَيَخْرَبُ ثُلُثُهَا، وَيَحْرِقُ اللَّهُ ثُلُثَهَا، وَتَقْسِمُونَ الثُّلُثَ الْبَاقِي كَيْلا.

[১৩৫১] আবু কাবিল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আবু ফিরাস, মুসা নুসাইর এবং ইয়াজ ইবনু উকবা রাহিমাহুল্লাহ এক স্থানে জমায়েত হয়ে কুস্তনতুনিয়া এবং সেখানে স্থাপিত মসজিদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। মুসা ইবনু নুসাইর বলেন—নিঃসন্দেহে আমি সে স্থান সম্বন্ধে অবগত। ইয়াজ ইবনু উকবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উভয় দলের প্রত্যেকে আমাকে কথাটির কথা বলেছে, অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা উভয়দলই সঠিক কাজ করবে। হাদিস বর্ণনাকারী আবু ফিরাস বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তোমরা কুস্তনতুনিয়া এলাকাটিতে মোট তিনবার যুদ্ধ করবে। প্রথমবার হবে বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের মাধ্যমে, দ্বিতীয় দফা হবে

[২৮] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

أَخْنَسُ بِمِصْرَ، يَلِي سُلْطَانًا فَيُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ، أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ، فَيَفِرُّ إِلَى الرُّومِ، فَيَأْتِي بِالرُّومِ إِلَى أَهْلِ الإِسْلامِ، فَذَلِكَ أَوَّلُ الْمَلاحِمِ.

[১৩৫৬] আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি, বনু উমাইয়ায় নাক চ্যাপটা বিশিষ্ট একজন লোক থাকবে, যে মিশরে অবস্থান করবে। সে শাসনভার গ্রহণ করবে এবং অন্য একজন শাসককে পরাজিত করবে। একসময় তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হলে সে রোমান এলাকায় পলায়ন করবে এবং কিছুদিন পর তাদের প্ররোচিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে উৎসাহিত করবে। এটাই হবে সর্বপ্রথম যুদ্ধ।[৩৩]

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ لَوْ شِئْتُ نَعَتُّهُ حَتَّى إِذَا رُئِيَ بِنَعْتِهِ عُرِفَ، يَفِرُّ إِلَى الرُّومِ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا، يُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ بِمِصْرَ، أَوْ يُنْتَزَعُ مِنْهُ، فَيَأْتِي بِالرُّومِ إِلَيْهِمْ.

[১৩৫৭] উরওয়া ইবনু আবু কাইছ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার এক লোক, আমি ইচ্ছা করলে তার প্রশংসা করতে পারি, তার অবস্থা এমন হবে—বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে। মিশরের শাসনক্ষমতা তার হাতে থাকা অবস্থায় সেখানের এক গণআন্দোলনের মুখে সে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মিশর ত্যাগ করে রোমান এলাকায় আশ্রয় নিবে। কিছুদিন পর রোমানদের সহযোগিতায় তাদেরকে মিশরের শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত করবে। এ যুদ্ধই হবে মূলতঃ প্রথম যুদ্ধ।[৩৪]

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَمِعْتُ خُثَيْمًا الزِّيَادِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ تُبَيْعًا، يَقُولُ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رُومِيَّةَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْجَزِيرَةَ الَّتِي بِالْفُسْطَاطِ بُنِيَ فِيهَا سُفُنٌ، أَوْ قَالَ: سَفِينَةٌ، خَشَبُهَا مِنْ لُبْنَانَ، وَحِبَالُهَا مِنْ مِيسَانَ، وَمَسَامِيرُهَا مِنْ مَرِيسٍ، ثُمَّ أُمِرَ بِجَيْشٍ فَغَزَوْا فِيهَا، لا يَنْقَطِعُ لَهُمْ حَبْلٌ،

---

[৩৩] মারফু, মুআল্লাক, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[৩৪] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

না। তিনি বলেন, রোমানরা বলবে, এটা ঐসময় পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না তোমাদের পর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে খেতে থাকবে। অতঃপর তোমাদের খতিব দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমাদের কতক লোক বলবে—তোমরা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং কিছু সময়ের জন্য তোমরা একটু পিছু হটতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের পতাকা দেখতে পাবে। আবার তোমাদের কেউ কেউ বলবে, বরং দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যাও। যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবেন। তোমাদের একদল বের হয়ে যাবে এবং আরেকদল তাদের দিকে এগিয়ে এসে পানিবিশিষ্ট একটি এলাকায় এসে যুদ্ধ করবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, আমি এমন এক এলাকা সম্বন্ধে জানি, যেখানে কোনো পানি নেই, তবে সেখানে একটি নদী রয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তাকে প্রকাশ করতে চান, তাহলে অবশ্যই প্রকাশ করবেন, তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরাজিত করবেন। এভাবে তারা চলতে থাকবে, কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারবে না এবং সেদিন খচ্চরসহ অনেক পশুর দাম বৃদ্ধি পাবে। অথচ ইতিপূর্বে এমন বৃদ্ধি কোনো সময় হয়নি। একপর্যায়ে তারা একটি শহরে প্রবেশ করবে এবং দিনের মধ্যে একটি দল চলে গেলেও অন্য দল বাকি থাকবে। অতঃপর ঐ শহরও তারা জয় করবে এবং প্রত্যেক বাহিনী নিজেদের সামনের দিকে চলতে থাকবে।[৩৭]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، قَالَ: الَّذِي يَهْزِمُ الرُّومُ يَوْمَ الأَعْمَاقِ هُوَ خَلِيفَةُ الْمَوَالِي.

[১৩৬১] তুবাঈ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমাকের দিন রোমানদেরকে মিত্রসেনাদের খলিফা পরাজিত করবেন।[৩৮]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ الرُّومُ يَسْأَلُونَكُمُ الصُّلْحَ فَتُصَالِحُونَهُمْ، فَيَوْمَئِذٍ تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الدَّرْبَ إِلَى الشَّامِ آمِنَةً، وَتُبْنَى مَدِينَةُ قَيْسَارِيَةَ الَّتِي بِأَرْضِ الرُّومِ.

---

[৩৭] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[৩৮] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

قَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَنْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ كَعْبًا، يَقُولُ: لَوْلا مَنْ بِرُومِيَةَ مِنَ الْخَلْقِ لَسَمِعَ لِمَمَرِّ الشَّمْسِ فِي السَّمَاءِ جَرًّا كَجَرِّ الْمِنْشَارِ.

[১৩৬৯] আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে শুনেছেন এমন একজন বর্ণনা করেছেন। কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন—যদি রোমানদের মাঝে ভালো চরিত্রের অধিকারী কেউ থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে আসমানে চলমান সূর্যের আওয়াজ শুনতে পেত। যেমন কোথাও কোনো বস্তু কাটতে গিয়ে করাত চালানোর আওয়াজ শুনা যায়।[৪৫]

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ وَضَمْرَةِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: تَجْلِبُ الرُّومُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَحْرِ مِنْ رُومِيَّةَ إِلَى رَمَانِيَةَ، فَيَحِلُّونَ عَلَيْكُمْ بِسَاحِلِكُمْ بِعَشَرَةِ آلافِ قِلْعٍ، فَيَسْكُنُونَ مَا بَيْنَ وَجْهِ الْحِجْرِ إِلَى يَافَا، وَيَنْزِلُ حَدُّهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ بِعَكَّا، فَيَنْفِرُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَى مَوَاخِيرِهِمْ فَيُفَلُّوا، فَيَبْعَثُونَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَيَسْتَمِدُّونَهُمْ فَيُمِدُّونَهُمْ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا، حَمَائِلُ سُيُوفِهِمُ الْمَسَدُ، فَيَسِيرُونَ حَتَّى يَحِلُّوا بِعَكَّا، وَبِهَا حَدُّ الْقَوْمِ وَجَمَاعَتُهُمْ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ، وَيَتْبَعُونَهُمْ حَتَّى يَلْحَقَ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ بِالرُّومِ، وَيَقْتُلُونَ مَنْ سِوَاهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ الْمَلْحَمَةَ الْكُبْرَى بِالْعَمْقِ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّصْرَانِيَّةِ جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا مَدَّ أَهْلَ الْعَمْقِ، وَيَسِيرُ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ حَدُّهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ الَّذِينَ قَدِمُوا إِلَى عَكَّا، فَيَقْتَتِلُونَ قِتَالا شَدِيدًا، وَيُسَلَّطُ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، فَلا تَجْبُنْ يَوْمَئِذٍ حَدِيدَةٌ، فَيُقْتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الثُّلُثُ، وَيُلْحَقُ بِالْعَدُوِّ مِنْهُمْ كَثْرَةٌ، وَتَخْرُجُ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ تَاهَ، فَلَمْ يَزَلْ تَائِهًا حَتَّى يَمُوتَ، فَمَنْ جَبُنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَخْرُجَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ لَيَأْمُرْ

---

[৪৫] মাকতু, মুআল্লাক, যয়িফ।